সুরঙ্গিন

টুসু সঙ্গিত

কবি :—

শ্রীজ্যোতিলাল মাহাত

সাং—(কানুডি) সবনপুর পোঃ—গড়জয়পুর

জেলা—পুরুলিয়া

সুরশিল্পী :—

শ্রীগউর চন্দ্র মাহাত

সাং—কানুড়ি পোঃ—গড়জয়পুর

জেলা—পুরুলিয়া

প্রচারক :—

শ্রীটিকারাম মাহাত

সাং—কানুড়ি

পুরুলিয়া প্রেস, পুরুলিয়া মূল্য—২৫ নয়া পয়সা

বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণ এই বৎসর মকর সংক্রান্তির উৎসবের জন্য তুলে দিলাম আপনাদের হাতে এই সুরঙ্গিন টুসু সঙ্গিত নকল হইতে সাবধান থাকিবেন এবং ভাষার কোন ভুল থাকিলে মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীত

শ্রীজ্যোতিলাল মাহাত

সহপাটীগন

শ্রীগুরুপদ মাহাত সাং—রাঙ্গামাটী

শ্রীমনভুল মাহাত সাং—সবনপুর

শ্রীহরলাল মাহাত সাং—কুসুমটিকরী

শ্রীবাবু লাল পরামানিক সাং—পিঁড়রগড়া

শ্রীগুরুপদ মাহাত

সাং—রাঙ্গামাটী

নং—১

রং প্রনমি গো মা জগৎ জননী।

পারে দিও গো মা তরণী ।।

১। শ্রীমতি সুশান্ত অতি, তুমি গো বিনাপাণী।

জয় মা সতী গুণবতি, জয়মা জগৎ মোহিনী ।।

২। তিল মাত্র ভক্তি গত, না জানি মা জননী।

লাল জবাতে সন্ধ্যাপ্রাতে, পুজিব চরণ খানি ।।

৩। লব তোমার চরণ ধুলি, সুচারু চিন্তামনি।

মা বলে ডাকিব গোমা, বিপদ সোহাগিনী ।।

৪। হারালাম স্তুতি নতি, দিও মা চরণ খানি।

তবে জতি দিলে গতি, তুমি গো চাঁদ বদনী ।।

(২)

রং গাঁথবো মালা বাজলা উজালায়।

মালা দোলাব, টুসুর গলায় ।।

১। যুঁই চাঁপা চাঁমেলি ঝোঁপা, আনবো সন্ধ্যারবেলায়।

গাঁথব মালা করবো আলা, সাজাবো মায়ের গলায় ।।

২। সবসখিরা আসবো মোর', আসবো গো সন্ধ্যার বেলায়।

মন মজাবো ঢাক বাজাবো, লুটাবো চরণ তলায় ।।

৩। চলসখি ফুল তুলতে যাব, যাব নদীর কিনারায়।

আনবো ফুল পরাবো টুপুর, জয় দিব মায়ের পূজায় ।।

৪। বছরে বছরে এস, ভুলো না গো, মা আমায়।

জতি বলে তুই ভুলিলে, আমি কিন্তু ভুলবো নাই ।।

(৩)

রং পণ নিলিতো কোথায় যোগালি।
ও তুই মদ গোদামে মদ খেলি।

১। চালবাজিটা করেরে তুই রং বাজিতে ঘুচালি।
ধোকাবাজি দিয়ে ঘরে, ডিগবাজিটা খাওয়ালি॥

২। ভালবাসা শশুর ঘরে; জমির টাকায় পণ নিলি।
অবশেষে বদনামীতে, বোউয়ের কাছে গাল খালি॥

৩। সাইকেল ঘড়ি নিয়েরে তুই, দোকানে বন্ধক দিলি।
পান সিগারেট সিনেমাতে, ফাঁকা ফাঁকি উড়ালি॥

৪। মিছা কথা প্রচার করে, ঘরের লোকে ভুলালি।
জতি বলে সমাজেতে, আমাকেও তো ডুবালি॥

(৪)

রং ভাদ্র আশ্বিন কাটবে কেমনে।
তোদেব বাজরা খাওয়া নেই মনে॥

১। তরকারী মসলা পাতি, নিওনা আর চাল ধানে।
অঞ্চলেতে চুরি করে; দিওনা আর দোকানে॥

২। আলু কফি সাগ বিলাতি, ভুলিওনা রোপনে।
কফির গড়ায় সার ঢালিলে, বাড়বে কফি দ্বিগুণে॥

৩। আলু বেগুন রুলে সেগুণ, পাবেরে ভাই একদিনে।
ঘরে খাবে নাম উঠাবে, খাওয়াবে অন্য জনে॥

৪। ভাদ্র আশ্বিন বড়ই দুর্দ্দিন, দিন কাটিবে কেমনে।
জতি বলে খাটলে পরে দুঃখ থাকবেনা জীবনে॥

(৫)

রং ময়লা গায়ে গয়না লাগালে।
তোদের সাজবেনা পাউডার নিলে ।।

১। বিশুম জ্বরের জ্বালা, শরীরেতে দহিলে।
জ্বরের দাওয়ায় না খাইয়া; যাবেকি আর মাখিলে ।।

২। গাছের গড়ায় জল নাদিয়ে, মাথাতে জল ঢালিলে।
মরা গাছে জল ঢালিলে, তাতে কি আর ফল ফুলে ।।

৩। ঘরের গাভীর দুগ্ধ তোরা, বাজারে দিয়ে এলে।
জীবনকে জ্বালাবার তরে, গরম চা ঢেলে দিলে ।।

৪। শুকনা গায়ে মায়ে ঝিয়ে: পিলিক শাড়ী লাগায়ে।
বলে জতি উল্টা ঝুটি, মাথাতে ফুল গুঁজিলে।

(৬)

রং ঘরের লক্ষি চুরি করোনা।
ওনা লক্ষিরে কাঁদাও না ।।

১। ঘরের লক্ষী বউ বিটিরা, কু চলন আর করোনা।
ঘরেয় লক্ষী চুরি করে, হাট বাজারে দিওনা ।।

২। ভালবাসা শশুর ঘরে, বদনামি আর নিওনা।
সদরেতে নিও জোরে, চুরি করে খেওনা ।।

৩। চুরিকরা বড় দোষ মা, লক্ষী ঘরে থাকে না।
লক্ষী ঘরে না থাকিলে, মান সম্মান আর পাবে না ।।

৪। যতন করে রাখলে ঘরে, জীবনে দুঃখ হবে না।
জতি বলে ধন বাড়িলে, আমায় তো আর দিবেনা ।।

(৭)

টুসুর ভাবান

রং কেঁদে কেঁদে যাসনে মা আমার।
আমি চরণে ধরি তোমার ॥

১। অগ্রায়ণে সাকরাত দিনে, আনবো গো মা প্রতিব্যর।
যাবার দিনে ঘনে ঘনে, কাঁদাসনে পরাণ আমার ॥
২। প্রতি বছর দেখা হবে, হবেগো, তোমার আমার।
দোলায় করে নিব তোরে, করবে গো মা পারাপার ॥
৩। আসতে একা যেতে একা, কে আছে সঙ্গে যাবার।
কেবল মাত্র পথে দেখা, হয় যে গো মা সবাকার ॥
৪। বারুণ করি পায়ে ধরি যাসনে কেঁদে মা আমার।
জতি বলে তুমি বিনে, কে আছে সঙ্গে যাবার ॥

লীলা

(৮)

রং বাজলো বাঁশি কদমের ডালে।
রাধে জয় রাধে রাধে বলে ॥

১। ও ললিতা ও বিশাখা, চলগো যমুনার জলে।
রাধা নামে বাজলো বাঁশি; মনযে আমার উতলে।
২। কলসি কাঁখে ঝাঁকে ঝাঁকে, যাই সখি জলের ছলে।
চাঁদ বদনে মদন পানে, দরশনের কবলে।
৩। অঙ্গে ভঙ্গে নানা রঙ্গে, যাই সখি হেলে দুলে।
কাল শশী বাজায় বাঁশী, বাজায় সেই কদম ডালে ॥
৪। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভঙ্গে, নানা রঙ্গ দেখালে।
জতি বলে খেলার ছলে, যমুনাতে নামিলে ॥

(৯)

রং খেল খেলিলে যমুনার জলে ।
কত বাঁজ দিলে তলে তলে ॥

১ । মন মদনে মুখ পানে, অঞ্জলি জল ছিঁটিলে ।
হেলে দুলে কত ছলে, ধরিলে সখির গলে ॥

২ । ধরা ধরি প্রাণ কিশোরি, মনকে হরে মজালে ।
বদনে বদন দিয়ে, মদন মিটাইলে ।

৩ । চুলে চুলে বেঁধে দিলে, টপকারে লুকাইলে ।
কতক্ষনে চাঁদ বদনে ঝপ করে দেখা দিলে ।।

৪ । নানা রঙ্গে অঙ্গে ভঙ্গে, কত কেলি দেখালে ।
জতি বলে বসন নিয়ে উঠিলে কদম ডালে ॥

(১০)

রং মুচকি হাসি সর করে দিলি ।
বঁধু আঁখি ঠেরে হাসালি ।।

১ । বাঁকা চোখের চাউনিতে তুই, দিল চুরি করে নিলি ।
বাশুরি ধরিয়া করে, রাধা নামে বাজালি ।।

২ । লম্পট কপট শঠ, কটি তটি মুরলী ।
সিকি পাঁখা আঁকা বাঁকা, মনকে আমার টলালি ।।

৩ । যমুনাকে জলকে যেতে, পথ মাঝে দাঁড়ালি ।
কুল বালার মাঝে আমার, বদন ভরে তাকালি ॥

৪ । রঙ্গ রসে হেসে হেসে, যমুনাতে দিনালি ।
বলে জতি অল্পমতি, আমারও মন জুড়ালি ।।

(১১)

রং টানা টানি করিসনে ধনি ।
প্রাণে দিসনে জ্বালা সজনী ॥

১ । কাজেতে পড়িবে ধনি, দেখ লো মা জননী ।
টানের চোটে ধরলে এটে, ছিঁড়বে লো বসন খানি ।।

২। আজকের নিশি ও রূপসী, ছাড়লো চন্দ্রাননী।
কাল নিশিতে তোর কুঞ্জেতে, আসবো লো প্রাণ সজনী ॥
৩। লোকে দেখলে বলবে বা কি করিস কি সুবদনী।
বলে জতি মনের রতি পুরাও হে গুনমণি ॥

(১২)

রং নিশি কেটে সকালে এলে।
বঁধু কার সঙ্গে ভাব জমালে ॥
১। সিঁন্দুরের বিন্দু হের, না লাগিল কপালে।
ভাল না বাসিল বলে, দিল কি তোমার গালে ॥
২। বাসর সাজায়ে মোরা, রাখিলাম বনফুলে।
কোন লাজেতে এলে ওহে, বসিতে বাসি ফুলে ॥
৩। দ্বারে বসি উপবাসি, সারা নিশি জাগালে।
এমন সৌন্দর্য্য বসন, শাড়ীট কোথায় পেলে ॥
[illegible]নে গোচারণে, বৃন্দাবনে যাও চলে।
জতি বলে সঙ্গে নিলে ঘুরতাম ধেনু পালে ॥

(১৩)

রং দেখবি তো আয় বিড়াল ইঁদুরে।
খেলা করছে গো আমার ঘরে ॥
১। মাইরি গো [illegible]। ভারি মজা লম্ফে ঝম্ফে মাত করে।
না দেখেছি না শুনেছি, সেই দেখেছি নজরে ॥
২। মানে মানে আড় নয়নে, দেখেছি গো সতরে।
বন্দ করে এলাম পরে, তোমায় দেখাবার তরে।
৩। কাল বরন চিকন চাকন, দেখলে মন পাগল করে।
অবাক হয়ে থাকবি চেয়ে, দেখলে বিড়াল ইঁদুরে ॥
৪। ও জুটিলা ও কুটিলা, চিনলি না সে কালারে।
জতি বলে ধরবো বলে, কে ধরে ধরা পরে ॥

(১৪)

রং রস ভরা ফল, কদমের ডালে,
ও ফল লাল দেখে, তুলে নিলে ।।

১। দিনে দিনে বাড়ছে তরু, রসভরা ফল দুল দুলে।
এই ফলে কি অমৃত আছে, ভরা আছে গরলে ।।

২। সুন্দর সুস্বাদু বলে বিষ কেন খেতে গেলে।
এই বিষ কি আর যাবার বটে, ঘনে ঘনে মদ খেলে ।।

৩। সাধু যারা চিনে তারা, খাই না হে খেতে দিলে।
যে খাইছে সে বলিছে, বিষ থাকে কি ফল ফুলে ।।

৪। কিচকে জীবন হারাল, এই ফল খেতে গিয়ে।
জতি বলে খেতে গিয়ে, যায় রাবণ রসাতলে ।।

(১৫)

রং পরের নারী না কর যতন,
নারী কখনো না হয় আপন ।।

১। পরের নারী বলে ধরি, নিয়েছিল দশানন।
সবংশে নিবংশ হলো, থাকলো কেবল বিবিষন ।।

২। পরের নারী প্রহার করি, হলো কিচকের মরণ।
ইন্দ্রের সহশ্র যোনী, পরের নারীর কারণ ।।

৩। পরের নারী চুলে ধরি, মরেছিল দুঃশাশন।
পরের নারী হত ছিরি, জানে কি পরের বেদন।

৪। অবিশ্বাসী সর্ব্বনাশি, দুঃখ দিবে আজীবন।
জতি বলে জলের তিলক থাকেরে ভাই কতক্ষণ ।।

(১৬)

রং কাজ্‌লা চোখে কাজল লাগালি,
কাল শাড়ীতে কি যোগ দিলি ।।

১। খুটেতে খুট খাড়ি দিলি, মুখে দিলি পান খিলি।
ডবল ডবল ফুল লাগালি, কবলি মুখে দালালী ।।

২। বাঁকা চোখে আড় নয়নে, মুচকি হাঁসি হাসালি।
মুচকি হাসি সর্বনাশি. মনকে পাগল করালি ॥
৩। সোনার বাঁধা শাঁখা নিলি, পায়ে আলতা লাগালি।
বাজার গিয়ে হাজার লোকে, বদন খানি দেখালি ॥
৪। রঙ্গের উপর রং লাগায়ে, রঙ্গেতেই মন মজালি।
জতি বলে শেষের কালে, রঙ্গেতেই সব ঘুচালি ॥

(১৭)

রং রং দিয়ে রং কান ফুলে দিলি,
গিনি সোনা বলে ভুলালি।

১। গিনি সোনা দিব বলে, গোলদারী দোকান গেলি।
লাজের মাথা খেয়ে ওরে, মিছা কথায় ভুলালি ॥
২। নিশি যোগে উপভোগে, মন কেরে হরে নিলি।
অবশেষে কুল মজায়ে, আমায় কেন কাঁদালি ॥
৩। গুরুজনা করে হেলা, তোর তরে পাগল হলি।
দগলা সেজে পাগলা হয়ে, আমারে ফাঁকি দিলি ॥
৪। জানা জানি লোকের মুখে, কতনা গাল খাওয়ালি।
হাসিলে কাঁদিতে হয় গো জতি লালের দুলালী ॥

(১৮)

রং কেন মাগো কুটিল সাজিলে,
কেন রামচন্দ্রে বনে দিলে ॥

১। সরলে গরল ঢালিলে, সুসময়ে কাঁদালে।
রাম থাকিতে ভরত রাজা, কার কাছে তুই শিখিলে ॥
২। হে রাম গুণের ধাম, লক্ষনে সঙ্গে নিলে।
অভাগা ভরতে কেন, অযোধ্যাতে রাখিলে ॥
৩। তুই পাষানী মা জননী, মা বলে ক্ষমা পেলে।
পিতারে অজ্ঞান করিলে, প্রজাগনে দুঃখ দিলে ॥

৪। রাম চন্দ্রকে বনে দিয়ে; কোন সুখে সুখি হলে।
জতি বলে বিধির লিখন, লেখা আছে কপালে ॥

(১৯)

রং সীতা হরে নিল কোন জনে,
ওরে পঞ্চবটীর কাননে ॥

১। বারে বারে বাধা দিলি, যাসনে সীতা কাননে।
না মানিলে না বুঝিলে, না শুনিলে শ্রবনে ॥
২। হাঁ রাম হাঁ রাম বলি, কাঁদিলে চাঁদ বদনে।
দেখা পেলে হেন জনে, বধিতাম এক বানে ॥
৩। কেঁদোনা কেঁদোনা প্রভু কেঁদোনা জেনে শুনে।
বলে জতি জগৎপতি, সীতা নিল রাবণে ॥

(২০)

রং ওরে রাবণ যাবি কোন বাটে,
তোকে মারবরে এক ঝাপটে ॥

১। জনক দুহিতা সীতা, জনক নিতা বটে।
জীবিত থাকিতে আমি, পালাবিরে কোন বাটে ॥
২। এক ঝাপটে ঝাপট মেরে, রাবণের মুকুট কাটে।
আর ঝাপটে ঝাপট মেরে, ঘায়েল করে ঠোটে ॥
৩। দশানন ক্রোধাতুর, জটায়ুর পক্ষ কাটে।
ভুমিতে পড়িল পক্ষি, মুখেতে রক্ত ফুটে ॥
৪। পক্ষির মুখেতে সদা, রাম রাম বোল উঠে।
বলে জতি উদ্ধারিতে, আসছে প্রভু নিকটে ॥

(২১)

রং ফুল ফুটিতে নাই হে দেরী আর
কলির কলি শেষ হলো এবার

১। দলে দলে ভ্রমর এসে, চুসে নিচ্ছে ফুলের সার।
ফুলের মধু হলে শুধু, করবে সবে হাহাকার ॥
২। এক ভ্রমরের দশটি ছেলে, বাড়ছে রে ভাই ফুলের ভার।
৩৫ কোটি ভ্রমর আছে, যোগ করে দেখ এবার ॥
৩। ফুলের ডাটা যাবে কাটা, বেশী হলে ফুলের ভার।
অবশেষে পড়বে ঝরে, হবেরে ভাই জলাকার ॥
৪। স্বদেশ টাকে ফুল ধরেছি, ভ্রমর নর মানুষের ভার।
বলে জতি অধগতি দেশটা যাবে ছারখার ॥

(২২)

রং বিটির বিয়ে দেওয়া হলো দায়।
এখন যে সাইকেল নেয় জামাই ॥

১। সাইকেল ঘড়ি কিনতে হলে, টাকা কড়ি কোথায় পাই।
চাষের ধানে পেট ভরেনা, খেটে খুটে দিন কাটাই ॥
২। এক ঘরের দু জামাই হলে, সমান সমান মানা চাই।
এক জামাইকে সাইকেল দিলে, আর এক জামাই
রেগে যায় ॥
৩। শ্বশুর বলে সাইকেল দিব, লেখা পড়া যে জামাই।
ছাগল বাগাল বলে তবে আমি কি তোর নই জামাই।
৪। জামাই বলে মানতে হবে, না বলাও তো চলে না ॥
জতি বলে যৌবন বিটি, ঘরে রাখাও হলো দায় ॥